Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাছলিমা বেগম

রোলঃ 216022303227

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাছলিমা বেগম

রোলঃ 216022303227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কারবালার ইতিহাস" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাছলিমা বেগম, আইডিঃ 216022303227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কারবালার ইতিহাস" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

taslima

(স্বাক্ষর)

তাছলিমা বেগম

আইডিঃ 216022303227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

১/ হুসাইন(রা:)বংশ পরিচয় ও মর্যাদা। 1
২/শাহাদাতের ভবিষ্যৎ বাণী। 3
৩/খেলাফতের উদ্দেশ্য। 4
৪/ খেলাফতের বিপর্যয়। 5
৫/ ইয়াজিদের বায়াতের জন্য মুয়াবিয়া (রা:) মদিনায় আগমন। 7
৬/ মুয়াবিয়া (রা:) জীবদ্দশায় যেসব সাহাবিরা ইয়াজিদের খেলাফত মেনে নেয়নি। 8
৭/ ইয়াজিদের প্রতি মুয়াবিয়া(রা:)অসিয়ত। 9
৭/ ইয়াজিদের খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহন ও প্রথম খুতবা। 9
৮/বায়াতের জন্য চাপ সৃষ্টি। 11
৯/ আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে হোসাইন (রা:) সাক্ষাত। 13
১০/ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) এবং আব্দুল্লাহ ইনবে আব্বাস (রা:) ইয়াজিদের বায়াত গ্রহন। ... 14
১১/ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের (রা:): প্রতি ইয়াযিদের পত্র। 15
১২/হুসাইন (রা:)এর কাছে কুফা চিঠি। 16
১৩/মুসলিম বিন আকিলকে চিঠি দিয়ে কুফায় প্রেরন। 17
১৪/মুসলিম বিন আকিলের দুজন সাথী কুফার রাস্তায় নিহত হওয়ার ঘটনা। 17
১৫/মুসলিম বিন আকিলের হাতে হুসাইন (রা:)প্রতি কুফাবাসির বায়াত। 18
১৬/হুসাইন (রা:) কাছে মুসলিম বিন আকিলের চিঠি প্রেরণ। 19
১৭/কুফার আমির নুমান বিন বশির (রা:) এর অবস্থান। 19
১৮/নুমান বিন বশির (রা:)কে অপসারন এবং উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে নতুন আমীর হিসেবে নিযুক্ত। 20
১৯/নতুন আমীর হিসেবে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ কুফায় প্রবেশ। 21
২০/ইবনে যিয়াদের প্রথম ভাষণ। 22
২১/ মুসলিম বিন আকীলের স্থান পরিবর্তন। 23
২২/মুসলিম বিন আকিলকে গ্রেপ্তার এবং হত্যা। 24
২৩/ মুসলিম আকিলের লাশের সাথে ইবনে যিয়াদের দৃষ্টতা। 29
২৪/ হুসাইন (রা:) মক্কায় থেকে কুফায় রওনা হওয়ায় ইয়াজিদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে চিঠি প্রেরন। 30
২৫/ইবনে জিয়াদের রাস্তায় করা পাহারা। 31
২৬/কারবালার ময়দানে যাওয়ার প্রেক্ষাপট। 32
২৭/উমর বিন সা'দের কারবালা রওনা। 33
২৮/ইবনে যিয়াদের গভর্ণরের কাছে হোসাইন (রা:) ৩ প্রস্তাব। 34

২৯/যুদ্ধের দামামা। 36
৩০/শুহাদায় কারবালা। 38
৩১/শুহাদায় কারবালা। 39
৩২/কারবালা পান্তরে নিহতের তালিকা। 41

১/ হুসাইন(রা:)বংশ পরিচয় ও মর্যাদা।

যাকে গিরে কারবালার ঘটনা শুরুতে সেই মহান মানুষটির জীবন বৃত্তান্তের কিছুটা আলোচনা করা যাক। এরপর আমরা তাঁর ফযীলতসমূহ ও গুণাগুণ আলোচনা করব। তিনি হলেন হুসাইন বিন আলী বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হিশাম আল কুরায়শী আল হাশেমী। রাসূল কন্যা ফাতিমা (রা:)এর ছোট ছেলে।

৪র্থ হিজরীর শা'বান মাসের ৬ তারিখে হুসাইন (রা:) জন্মগ্রহণ করেন। আর ৬১ হিজরীর মুহাররমের ১০ তারিখ আশুরার দিন শুক্রবারে তিনি শাহাদত প্রাপ্ত হন। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!
“”আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ২৮৫ পৃষ্ঠা।)

"হোসাইন (রা:) মর্যাদা:"

(“”রাসূলুল্লাহ্ (সা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হুসাইন (রা:)কে 'তাহনীক' করিয়েছেন, তাঁর জন্য দু'আ করেছেন এবং হুসায়ন নাম রেখেছেন।

হযরত হুসাইন (রা:)দেহাকৃতি রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।

হযরত হুসাইন (রা:) নবী করীম (সা:)-কে পাঁচ বছরের মত জীবিত পেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।””([আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ২৮৫ পৃষ্ঠা।)]

পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা আহলে বাইতের নিষ্পাপ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

“হে নবীর আহলে বাইত! আল্লাহ্ চান তোমাদের থেকে পাপ-পঙ্কিলতা দূর করে তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।”

নবী (সা.)-এর নিকট থেকে হোসাইন (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সব হাদীসের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ দু’টি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো। নবী (সা.) বলেছেন :

اَلْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلَ الْجَنَّةِ
“হাসান ও হুসাইন বেহেশতের যুবকদের নেতা।”

নবী (সা.) আরো বলেছেন :

إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَ سَفِيْنَةُ النَّجَاةِ
“নিশ্চয়ই হুসাইন হেদায়েতের প্রদীপ ও মুক্তির তরণী।”

প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন, ‘হাসান ও হোসাইন দুজন এই পৃথিবীতে আমার দুটি সুগন্ধময় ফুল’। (তিরমিজি: ৩৭৭০)

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করো। কেননা তিনি তোমাদেরকে তার নেয়ামতরাজি খাবার খাওয়াচ্ছেন। আর আল্লাহ তাআলার মহব্বতে তোমরা আমাকেও মহব্বত করো এবং আমার মহব্বতে আমার আহলে বাইতকেও মহব্বত করো’। (সুনানে তিরমিজি: ৩৭৮৯)

হযরত হোজাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, ‘‘হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘হে হোজাইফা! এই মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে আমাকে সুসংবাদ দিয়ে গেলেন, হাসান হোসাইন হবে বেহেশতে যুবকদের সরদার।'' (মুসনাদে আহমদ)

২/শাহাদাতের ভবিষ্যৎ বাণী।

প্রিয়নবী (সা:)জীবিত অবস্থায় তার প্রিয় নাতী, যে একদিন কারবালার প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করবেন তার ভবিষ্যৎ বানী তিনি করে গিয়েছিলেন। নবী করিম (সা:) এর মৃত্যুর অনেক বছর পর তা সত্যে পরিণত হয়।

নিম্নে কয়েকটি শাহাদাতের ভবিষ্যৎ বানী উল্লেখ করা হলো:-

মোহাম্মদ ইবনে সা'দ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা থেকে বর্ণনা করেছেন : হযরত আলী !রা:) মুয়াবিয়া (রা:) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সিফফিনে রওনা হওয়ার সময় কুফা থেকে কারবালার পথে অগ্রসর হন। কারবালা ময়দানের এক স্থানে হানজাল নামক কিছু কাটাযুক্ত গাছ ছিল। তিনি ওই স্থানে অবতরণ করে জিজ্ঞাসা করলেন এই স্থানের নাম কি? লোকেরা বলল কারবালা। তিনি বললেন সত্যিই কারব-বালা অর্থাৎ পেরেশানি ও বালা মুসিবতের স্থান। সুতরাং তিনি ওই স্থানে অবতরণ করলেন এবং দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি বললেন এখানে সাহাবী নয় এমন কিছু মানুষ শাহাদাত বরণ করবেন। তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবেন। এ কথা বলে তিনি সেখানে একটি নির্দিষ্ট জায়গার প্রতি ইশারা করলেন লোকেরা সেই জায়গাটি কিছু দিয়ে চিহ্নিত করে রাখলেন। সেই জায়গাতেই হোসাইন (রা:) শাহাদাত বরণ করেন ।(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া আরবি ৮ম খন্ড পৃষ্টা ১৮৮)

ইমাম হোসাইন (রা:) মিরাজ দিবসে ২৭ শে রজব ৬০ হিজরীতে নবীজী (সা:)ইশারায় মদিনা শরীফ হতে মক্কায় রওয়ানা হন,এবং ৮ই জিলহজ্ব কুফার উদ্দেশ্যে স্বপরিবারে মক্কা হতে রওয়ানা দেন। তাকে মক্কায় অবস্থান করার জন্য মক্কার গভর্ণর আমর ইবনে ছায়ীদ অনুরোধ করে পত্র লিখেন। এই পত্র বহন করে নিয়ে যান হোসাইন (রাঃ)-এর ভগ্নীপতি ও জয়নব (রা:) স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) ও গভর্ণরের ভাই ইয়াহ্ইয়া ইবনে ছায়ীদ। কিন্তু ইমাম হোসাইন পত্র পাঠ করে মক্কায় ফেরত আসতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন- "আমি স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি। নানাজী ঐ স্বপ্নে আমাকে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন- আমি তা অবশ্যই করে

ছাড়বো।" আবদুল্লাহ ও ইয়াহ্ইয়া বললেন- ঐ স্বপ্নটি কি বিষয়ে? হোসাইন (রাঃ) বললেন- আমি আমার আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে ঐ স্বপ্ন সম্পর্কে কাউকে কিছুই বলবো না।" (ইবনে কাছিরের আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৮ম খন্ড আরবি ১৫৯)

হযরত সালমা আনসারীয়া (হযরত উম্মে সালমার খাদেমা) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন- আমি হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) -এর ঘরে প্রবেশ করে দেখি- তিনি কাঁদছেন। আমি আরজ করলাম- কি জন্য কাঁদছেন? হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলতে লাগলেন- "আমি স্বপ্নে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথা ও দাঁড়ি মোবারকে ধুলা বালি মাখা অবস্থায় দেখেছি। আমি আরজ করলাম- হুযুর! আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি জবাব দিলেন- "আমি এই মাত্র ইমাম হোসাইনের শাহাদাত প্রত্যক্ষ করে আসলাম।" (তিরমিজি শরীফ, ৫৭০ পৃঃ)

৩/খেলাফতের উদ্দেশ্য।

মুয়াবিয়া(রা:)খেলাফতের সময় যখন পরবর্তী খলিফা হিসেবে ইয়াজিদের নাম পোস্তাবনা করা হলো তখন হোসাইন (রা:) বুঝে গেলেন। যে খেলাফত নবী (সা:)রেখে গেছেন তা কিসরা আর কায়সারের রাজতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে যা কখনোই বাস্তবায়ন হতে দেওয়া যাবে না।

তার শাহাদাতের সার্বিক ঘটনা এবং পত্রাবলী ও বক্তব্য সমূহ গভীরভাবে চিন্তা করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত হোসাইন (রা:) উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

১:কোরআন সুন্নাহর বিধান যথাযথভাবে চালু করা ।
২: সর্বক্ষেত্রে ইসলামী ইনসাফ কায়েম করা।

৩:খেলাফত নববীর পরিবর্তে বাদশাহী খিলাফত প্রবর্তনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ।

৪:সত্যের মোকাবিলায় কোন ব্যক্তির সামনে ভীত না হওয়া ।

৫: সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় জীবন সন্তান সন্ততি এবং ধন সম্পদ উৎসর্গ করে দেওয়া।

৬:ভীষণ মুসিবতের সময় পেরেশান না হওয়া সর্বদা আল্লাহ তাআলা কে স্মরণ করা এবং তার ঐ উপর ভরসা রাখা সর্বঅবস্থায় আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা।

৪/ খেলাফতের বিপর্যয়।

হযরত ওসমান (রা:) খেলাফত ১২বছরের ছিলো।এর মধ্যে ৬বছর শান্তিপূর্ণ ভাবে তিনি খেলাফত আনজাম দিয়েছিলেন ।পরের ৬ বছর থেকে সাবা নামের মুসলিম নাম ধারী মুনাফিক ইহুদির ষড়যন্ত্রে ইসলামে প্রবেশ করা নৌমুসলিমদের মধ্যে ফেতনা শুরু হয়ে যায় ।

এই ষড়যন্ত্রে ইসলামের ৩য় খলিফা শাহাদাত বরণ করেন। এরপর থেকে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং সরলমনা মুসলমানদের আবেগ সম্বলিত অনেক ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। এই ষড়যন্ত্রে আলী (রা) ৪বছর খেলাফতের মাথায় মৃত্যু বরণ করেন। তারপর খেলাফত আসে হাসান ইবনে আলী (রা:) হাতে যিনি ছিলেন হুসাইন (রা:) এর বড় ভাই।তিনি ৬মাস খেলাফত পরিচালনা করেন।দিনে দিনে যখন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কলোহো বেরেই চলছে তখন তিনি আমীরে মুয়াবিয়া (রা:) কাছে খেলাফত হস্তান্তর করেন ।

আমীরে মুয়াবিয়া (রা:) ২০ বছর খেলাফত পরিচালনা করেন।এই ২০ বছর মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শান্তি ফিরে এসেছিলো ।
মুয়াবিয়া (রা:) মৃত্যুর আগে আবার ষড়যন্ত্র মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠে ।তার পর কে খেলাফতের দায়িত্ব নিবেন বা খেলাফত কার হাতে অর্পণ করা হবে এই নিয়ে আবার মুসলিম উম্মাহ ভিবক্ত হয়ে পড়ে।

নবীগণের পরে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বস্বীকৃত, সেই মুসলমানগণ নিজেরাই পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

""(হযরত মুয়াবিয়াকে (রা) পরামর্শ দেয়া হলো যে, এই যুগটি ভীষণ ফিতনার যুগ। আপনি আপনার পরবর্তী সময়ের জন্য এমন এক সুষ্ঠুব্যবস্থা করে যান, যাতে আপনার পরে আবার মুসলমানগণ পরস্পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে পড়ে এবং ইসলামী খেলাফত খন্ড-বিখন্ড হয়ে না যায়। অবস্থার প্রেক্ষিতে সে সময় এ প্রস্তাবটি অযৌক্তিক ও অমূলক ছিল না। কিন্তু এই পরামর্শ দাতাগণ, সাথে সাথে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মুয়াবিয়ার (রা:) পুত্র ইয়াযীদের নাম তাঁর কাছে পেশ করলেন। কুফা থেকে চল্লিশ জন মুসলমান মুয়াবিয়ার (রা:) কাছে এসে আবেদন করলেন যে, আপনার পরে এই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খলীফা হিসেবে আপনার পুত্র ইয়াযীদের চেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি অন্য আর কাউকে দেখছি না।সেই সময়ে ইয়াজিদের পাপাচার সবার কাছে স্পষ্ট হয়নি এবং ইয়াজিদ একবার হজ্জের আমীরের দায়িত্ব ও পেয়েছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার দিক দিয়ে ইয়াজিদ ভালো সৈনিক ছিলেন কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের খলিফা হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না। হযরত মুয়াবিয়া (রা) প্রথমে এ প্রস্তাবটির ব্যাপারে খুব চিন্তা-ভাবনা করলেন। তিনি পরামর্শে বসলেন। এই পরামর্শ বৈঠকে মতভেদ দেখা দিলো। কেউ কেউ এ প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। কেউ এর বিরোধিতা করলেন। অবশেষে বৈঠকে ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।""১)

১"টিকা:সোহাদায় কারবালা।
লেখক,মুফতি শফী (র:)

৫/ ইয়াজিদের বায়াতের জন্য মুয়াবিয়া (রা:) মদিনায় আগমন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা:) ৫১ হিজরীতে নিজেই মদীনা শরীফ আগমন করেন। তাঁর সাথে উল্লিখিত সাহাবাগণের (রা:) সাথে ইয়াজিদের হাতে বায়াত হওয়ার বিষয় আলোচনা হয়।কেননা সে সময় মদীনাতে অনেক বড় বড় সাহাবি জীবিত ছিলেন তারা ইয়াজিদের চেয়েও খলিফা হওয়ার বেশি যোগ্য । সবাই প্রকাশ্যে ইয়াযীদের খেলাফতের ব্যাপারে বিরোধিতা করেন।

কিন্তু ইতিপূর্বেই পুরো শামবাসি ইয়াজিদের হাতে বায়াত করে নেয় ।শুধু হেজাজ ,মদীনা এবং কুফা ছাড়া ।

মদীনার বিশিষ্ট সাহাবিরা যখন ইয়াজিদের খেলাফত মেনে নিচ্ছিলেন না তখন মুয়াবিয়া (রা) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা:) কাছে যান ।

""(হযরত মুয়াবিয়া (রা:) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা:) কাছে উল্লিখিত সাহাবাগণের (রা:) ব্যাপারে এই বলে অভিযোগ পেশ করেন যে, তাঁরা আমার বিরোধিতা করছেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা:) মুয়াবিয়া (রা:)-কে বললেন, "আমি তো শুনেছি আপনি নাকি আপনার মত মেনে নেয়ার জন্য তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন এবং তাঁদেরকে হত্যার হুমকি দিচ্ছেন। এরূপ কাজ থেকে আপনার অবশ্যই, বিরত থাকা উচিত।

" হযরত মুয়াবিয়া (রা) বললেন, "আপনি যা শুনেছেন তা আদৌ ঠিক নয়। উল্লেখিত সাহাবাগণ (রা:) আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয়। তাঁদের সাথে আমি কখনই এরূপ আচরণ করতে পারি না। কিন্তু কথা হলো, যেখানে সিরিয়া ও ইরাকসহ গোটা ইসলামী দেশের লোকেরা ইয়াযীদের রাইয়াতের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছেন, সেখানে এখন শুধু এই কতিপয় সাহাবা (রা:) বিরোধিতা করছেন। এখন আপনিই বলুন, যেখানে মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে এক ব্যক্তিকে খলীফা হিসেবে সমর্থন করছেন এবং তার হাতে বাইয়াতের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেখানে কি আমি তাদের এই সম্মিলিত রায়কে বাতিল করে দিতে পারি?

উম্মুল মুমেনীন (রা) বললেন, "আপনি কি সিদ্ধান্ত নিবেন, সেটা আপনিই জানেন। এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার। তবে আপনার প্রতি আমার কথা হলো, আপনি উল্লিখিত সাহাবাগণের (রা) প্রতি কোনরূপ কঠোরতা প্রদর্শন করবেন না।""১)

১"টিকা: সুহাদায়ে কারবালা,মুফতি শফি (র:)।

৬/ মুয়াবিয়া (রা:) জীবদ্দশায় যেসব সাহাবিরা ইয়াজিদের খেলাফত মেনে নেয়নি।

হযরত মু'আবিয়ার জীবদ্দশায় যখন ইয়াযীদের অনুকূলে বায়'আত গ্রহণ করা হয় ।

তখন হযরত হুসায়ন (রা:), ইবনুয যুবায়র (রা:), আবদুর রহমান বিন আবু বকর (রা:), ইবন উমর (রা:) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা:) তা থেকে বিরত থাকেন।

এরপর আবদুর রহমান বিন আবূ বকর ইন্তিকাল করেন। আর এ বিষয়ে তিনি তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।

এরপর যখন ৬০ হিজরীতে হযরত মু'আবিয়া (রা:) ইন্তিকাল করেন। এবং ইয়াযীদের অনুকূলে বায়'আত গৃহীত হয় তখন ইবন উমর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা:) পরিস্থিতি মেনে বায়'আত করেন। কিন্তু হযরত হুসায়ন ও ইব্‌ন যুবায়র তাঁদের বিরোধিতার পূর্বস্থলে অটল থাকলেন। এবং মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কায় গিয়ে আশ্রয় নেন।””

টীকা:আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ১৮৭পৃষ্ঠা www.QuranerAlo.com)

৭/ ইয়াজিদের প্রতি মুয়াবিয়া(রা:)অসিয়ত।

মৃত্যুর আগেই মুয়াবিয়া (রা:)বুঝতে পেরেছিলেন নবী (সা:)এর আহলে বাইত এবং মদিনার বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম ইয়াজিদের খেলাফত মেনে নিবে না ।

যেমনি ভাবে ভুল ইসতিহাদের কারনে তার সাথে আলি (রা:)সাথে যুদ্ধ হয়েছিলো তেমনি ভাবে ইয়াজিদের সাথেও আহলে বাইত এবং মদিনার বিশিষ্ট সাহাবাদের যুদ্ধ হতে পারে । তাদের সাথে যুদ্ধ হলেও তিনি যেন তাদের আদব ভোজায় রাখেন ।কোনভাবেই যেন তাদের সম্মানহানী না হয় সে বিষয়ে যেন নজর রাখেন।কিন্তু ইয়াজিদ ক্ষমতায় এসে সেই অসিয়ত রক্ষা করেনি।

মুয়াবিয়া (রা:) অন্তিম অসিয়ত এই ছিল যে"

[(""আমার মনে হচ্ছে ইরাকবাসি হোসাইন (রা:)কে তোমার মুকাবেলায় উদ্বূদ্ধ করবে।যদি এরূপ হয় এবং যুদ্ধে তুমি জয়ী হও। তবে হোসাইন (রা:)কে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। রাসুল (সা:)এর আত্নীয় স্বজনদের সর্বদা সম্মান প্রদর্শণ করবে। সব মুসলমানদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে""।(ইবনে আসীর ,8র্থ খন্ড ১পৃষ্ঠা""টিকা:সোহাদায়ে কারবালা, লেখক মুফতি শফি (র:)]

৭/ ইয়াজিদের খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহন ও প্রথম খুতবা।

আমীরে মুয়াবিয়া (রা:) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন ইয়াজিদ দামেস্কে ছিলেন না। তিনি যখন তার পিতার মৃত্যুর কথা শুনলেন তখন হিমসের হাওয়ারীন দূর্গ থেকে পিতার দায়িত্ব পালন করার জন্য দামেস্কে চলে আসেন।

(""আমীরে মুয়াবিয়া(রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় ইয়াযিদ ছিল হিমসের হাওয়ারীন দূর্গে। সেখান থেকে মৃত্যুর সংবাদ শুনে দ্রুত রাজধানী দামেশকে চলে আসে। ইয়াযিদ আসার আগেই হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর দাফন সম্পন্ন হয়ে যায়। [সিয়ারু আলামিন নুবালা-৩/১৬২"")১

প্রথম খুৎবা

(""ইয়াযিদ রাষ্ট্রের সভাসদ এবং দামেশবাসীর উদ্দেশ্যে শোকবার্তা বক্তব্যে হামদ ও সানার পর বলেন,
“মুয়াবিয়া রাঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। তারপর নিজের কাছে নিয়ে গিছেন। তিনি পূর্ববর্তীদের থেকে মর্যাদার দিক থেকে কম হলেও পরবর্তীদের থেকে উত্তম ছিলেন। আমি তাকে আল্লাহর কাছে তাঁর পক্ষে সাফাই গাইছি না। কেননা, আল্লাহ তাআলাই তার ব্যাপারে ভালো জানেন। যদি তার ক্ষমা হয়, তাহলে এটা আল্লাহর রহমত। আর যদি পাকড়াও হন, তাহলে তা নিজের পদস্খলনের কারণে। তারপর যিম্মাদারী আমাকে দেয়া হয়েছে। কোন কিছুর অন্বেষণে আমি ব্যথিত নই এবং কোন কিছুর বর্জনে আমি কৈফিয়ত দানকারী নই। কিন্তু যা আল্লাহ তাআলা মঞ্জুর করেন, তা’ই হয়। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৩, ইফাবা-৮/২৭২"")২

ইয়াযিদের এ খুতবা প্রমাণ করে, সে খলীফা হবার সময় প্রকাশ্য ফাসিক ছিল না। যা আমভাবে মনে করা হয়ে থাকে। বক্তৃতায়ও সে ছিল বেশ পারদর্শী।

(১,২)"টিকা:আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস।ইসলামের ইতিহাস, পর্ব ১১।

৮/বায়াতের জন্য চাপ সৃষ্টি।

ইয়াযিদের জন্য উচিত ছিল যে, যারা বাইয়াত হতে চাননি, সেসব নেতৃস্থানীয় বড় ব্যক্তিদের বিষয়ে নাক না গলানো। হযরত আলী (রাঃ) ও তার খিলাফতের জমানায় বাইয়াত হতে না চাওয়া নেতৃস্থানীয় কারো উপর চাপ সৃষ্টি করেননি। বাইয়াত না হবার কারণে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেননি। সম্মান প্রদর্শনে কোন কমতি করেননি।
ঠিক তেমনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তার জামানায় যারা ইয়াযিদকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে বাইয়াত হতে অস্বিকৃতি জানিয়েছেন, তাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তাদের সাথে কঠোরতা করেননি। বাইয়াত হতে বাধ্য করেননি।

কিন্তু ইয়াজিদ খেলাফতের আসনে বসার পর হেজাজের আমীর এবং মদীনা আমীরকে নির্দেশ দেন ,যারা এখনো তার খেলাফত মেনে নেয়নি দ্রুত যেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।

""(এর মাধ্যমে তার মরহুম পিতার সেই অমূল্য নসিহতকে অগ্রাহ্য করে, যাতে ছিল যে, 'নেতৃস্থানীয় মুরব্বীদের সাথে কঠোরতা করবে না। এবং তাদের উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে জোরাজুরি করবে না'। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/২৫১-২৫২"")২

এই মূল্যবান ওসিয়ত ভুলে গিয়ে ইয়াযিদ মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার ফলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে খারাপের দিকে মোড় নেয়।

(""বিশুদ্ধ বর্ণনা মোতাবিক ইয়াযিদ সিংহাসনে আরোহণের পর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর আযাদকৃত গোলাম রুযাইককে মদীনার গভর্ণর ওলীদ বিন উতবার নিকট প্রেরণ করে। এই মর্মে হুকুম দেয় যে, ওলীদ যেন হযরত হুসাইন (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) কে তরিৎ তার নিজের কাছে ডেকে আনে এবং তাদের থেকে বাইয়াত নেয়।"")৩

এই বার্তাবাহকই হযরতে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর ইন্তেকালের সংবাদও নিয়ে যায়।

(""পত্রবাহক যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। সে অনেক চেষ্টা মেহনত করে গভর্ণর ওলীদ বিন উতবার সাথে সাক্ষাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পৌঁছায়। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২৩২, আলইকদুল ফরীদ-৫/১২৫"")৪

""(ওলীদ বিন উতবা সংবাদ পাবার সাথে সাথেই প্রথমে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)এবং তারপর হযরত হোসাইন (রাঃ) কে গভর্ণর ভবনে তলব করে। বাইয়াত হবার জন্য অনুরোধ করে।
হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) জবাবে বলেন,
"বাইয়াত হবার এটা কোন সময় নয়। তাছাড়া আমার মত ব্যক্তি একাকী লুকিয়ে বাইয়াত হবো না। আপনি কালকে মিম্বরে বসে আমার বাইয়াত গ্রহণ করুন"।
এরই মাঝে হযরত হোসাইন (রাঃ) উপস্থিত হলেন। ওলীদ বিন উতবা নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি যখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) এর যুক্তিকে সঠিক মনে করে কালকে বাইয়াত হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন হযরত হোসাইন (রাঃ) কে বাইয়াত হবার জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করলেন না। উভয়কে বাইয়াত ছাড়াই যাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে খবর রাখার জন্য সাথে কিছু লোককে পাঠালেন।
তারা উভয়ে বুঝে গেলেন যে, বাইয়াত না হলে তাদের উপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কঠোরতা করা হবে। তা'ই রাতের শেষ প্রহরে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ অপ্রসিদ্ধ একটি রাস্তা দিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২৩২"")৬

""(ওলীদ যখন সকালে তার অনুপস্থিতির কথা জানতে পারলো, তখন তার খোঁজে ৩০ বা ৮০ জন ঘোরসওয়ার প্রেরণ করল। কিন্তু তারা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) এর টিকিটাও খুঁজে পেল না। [আনছাবুল আশরাফ-৫/৩০০, বালাজুরীকৃত, তারীখে তাবারী-৫/৩৪১"")৭

(""এক দুইদিন পর হযরত হোসাইন (রাঃ) তার পরিবারসহ মদীনা থেকে মক্কা রওনা হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪১"")৮

মদীনা থেকে মক্কাকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করার কারণ এই ছিল যে, একেতো মক্কা পবিত্র শহর। রাষ্ট্রপক্ষীয় দায়িত্বশীলরা ক্ষমতা প্রয়োগ করে উক্ত পবিত্র ভূমির পবিত্রতা বিনষ্ট করার সাহস করবে না। দামেস্ক থেকে মদীনা কাছে। কিন্তু মক্কা বেশ দূরে। তাছাড়া মদীনার তুলনায় মক্কা ছিল পাহাড়ে ঘেরা শহর। যাতে সহজেই রাষ্ট্রীয় সেনাদের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সহজতর ছিল।

এসকল কারণে হযরত হোসাইন (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) মদীনা ছেড়ে মক্কায় নিজেদের অধিক নিরাপদ মনে করলেন।

""(১,২,৩,৪,৫,৬,৭)টিকা:আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস। ইসলামের ইতিহাস পাঠ পর্ব ১১।

৯/ আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে হোসাইন (রা:) সাক্ষাত।

হুসাইন (রাঃ)মক্কা রওনা হবার পূর্বে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইবনে উমর (রাঃ) পরামর্শ দিলেন যেন তিনি কোথাও না যান। কিন্তু হুসাইন (রাঃ) কুফা থেকে পাওয়া পত্রগুলো দেখালেন।

পত্রগুলো দেখে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) মন্তব্য করলেন, "হুসাইন! আপনি তাদের কাছে যাবেন না"।কেননা তারা আপনার পিতা এবং ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতঘতা করেছে এবং আপনার সাথে তাদের মতোই করবেন ।
কিন্তু হুসাইন (রাঃ) ইবনে উমারের (রা:) কথা শুনলেন না।

“”(ইবনে উমর (রাঃ) বিদায় মুহুর্তে হযরত হুসাইন (রাঃ) এর গলা জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন। কেঁদে কেঁদে বললেন, "হে শহীদ! তোমাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ

করলাম"। [মাযমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস নং- ১৫১৩০, আলমু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-৫৯৭, তারীখে দামেশক-৪/২০২])১

“”(হযরত হুসাইন (রাঃ) মদীনা থেকে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুতী' (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছেন"? তখন হযরত হুসাইন (রাঃ) জবাবে বললেন যে, আপাতত মক্কা যাচ্ছি, তারপর ভবিষ্যতে কী করবো? সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে ইস্তিখারা করবো। [আনছাবুল আশরাফ-৩/১৫৫-১৫৬])২

(১,২)টিকা:আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস। ইসলামের ইতিহাস পাঠ পর্ব ১১"

১০/ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) এবং আব্দুল্লাহ ইনবে আব্বাস (রা:) ইয়াজিদের বায়াত গ্রহন।

ইয়াযিদের প্রতিনিধি যখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর কাছে বাইয়াত নেবার জন্য মক্কা আসে, তখন তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেন, "আল্লাহর কসম! মুয়াবিয়া তার আগের খলীফাদের মত ছিল না। কিন্তু তারপর তারমতও আর কেউ আসবে না। নিশ্চয় ইয়াযিদ তার নেক পরিবারের সন্তান। সুতরাং আপনারা সবাই স্বীয় স্থানে আরাম করে বসে থাকুন। ইয়াযিদের বাইয়াত করে তার আনুগত্য করুন। তারপর তিনি নিজেও বাইয়াত হন। [আনছাবুল আশরাফ-৫/২৯০]

হযরত আব্দল্লাহ উমর (রাঃ) এর অবস্থান এই ছিল যে, যদি সবাই বাইয়াত হয়ে যায়, তাহলে তিনিও বাইয়াত হয়ে যাবেন। [আসসুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-১৬৮০৯, আনছাবুল আশরাফ-৫/৩০১]

তাই তিনি যখন দেখলেন যে, অধিকাংশরাই বাইয়াত হয়ে গেছেন, তখন তিনিও বাইয়াত হয়ে যান। [সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-১৬৬৩২]

বুঝা যায় যে, তার এ বাইয়াত মনের টানে ছিল না। সন্তুষ্টচিত্তে ছিল না। বরং সকলে হয়ে গেছেন দেখে বাধ্য হয়ে তিনিও বাইয়াত হয়েছেন। এ কারণেই তিনি তার বাইয়াত হবার সময় বলেন, "যদি এর মাধ্যমে ভালো হয়, তাহলে আমি রাজি, আর যদি ক্ষতি হয়, তাহলে আমরা ধৈর্যধারণ করবো। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২১৭]

টিকা: আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস ইসলামের ইতিহাস পর্ব **১১** ।

১১/ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের (রা:): প্রতি ইয়াযিদের পত্র।

যখন হযরত হুসাইন (রাঃ) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর কাছে ইয়াযিদ একটি পত্র প্রেরণ করে। যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সে হুসাইন (রাঃ) এর কার্যক্রম বিষয়ে নজর রাখছিল। তার থেকে বিদ্রোহের আশংকা করছিল। তাই পত্রের মাধ্যমে এ বিষয়ে কড়া হুশিয়ারী প্রদান করে।

""{[পত্রে ইয়াযিদ লিখে যে,

"হুসাইন (রাঃ) এর নিকট পূর্ব থেকে লোকজন এসে তাকে খেলাফতের আশা দিচ্ছে। আপনি অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত অভিজ্ঞ মানুষ। যদি হুসাইন (রাঃ) এমন করেন, তাহলে আত্মীয়তার বন্ধন ছিড়ে যাবে। আপনি বংশের বড় এবং সম্মানিত ব্যক্তি। আপনি তাকে এ বিদ্রোহ থেকে বাঁধা প্রদান করুন।"

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) উত্তরে লিখলেন,

"আমার প্রত্যাশা যে, হুসাইন (রাঃ) এর গমণ এমন কোন কাজের জন্য হবে না, যা আপনার জন্য অসন্তুষ্টির কারণ হবে। [তারীখে দামেশক-৪/২১০]"" টিকা:আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস ইসলামের ইতিহাস পর্ব **১১**।]

১২/হুসাইন (রা:)এর কাছে কুফা চিঠি।

হযরত হুসাইন (রা:) যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন তখন তার কাছে কুফা থেকে অসংখ্য চিঠি আসতে থাকে। কোন বর্ণনামতে তার কাছে কুফা থেকে প্রায় ১৫০টি চিঠি এসেছে।

কিছু চিঠির বক্তব্য নিতে তুলে ধরা হলো:

""বাগ-বাগিচাসমূহ সবুজ সজীব হয়েছে ফলফলাদি পরিপক্ক হয়েছে এবং আপনি চাইলে আপনার অনুগত সমবেত ও সংগঠিত এক বাহিনীর কাছে আগমন করতে পারেন। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!"

আরেক প্রতিনিধি দল তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরেকটি চিঠি দেন যাতে লিখা ছিলো।

""তারা হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যুতে উৎফুল্ল এবং তারা তাঁর সমালোচনা করে এবং তাঁর শাসন কর্তৃত্বের বৈধতার ব্যাপারে (নেতিবাচক) কথা বলে।

এছাড়া তারা আরো উল্লেখ করেছিল যে, এখনো পর্যন্ত কারো হাতে বায়'আত করে নি এবং তারা তাঁর আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে।"" (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ২৮৭ পৃষ্ঠা। www.QuranerAlo.com)

১৩/মুসলিম বিন আকিলকে চিঠি দিয়ে কুফায় প্রেরন।

কুফাবাসির চিঠি পাওয়ার পর হুসাইন (রা:) আরেকটি চিঠি লিখে মুসলিম বিন আকিলকে কুফায় প্রেরন করেন ।

“”(শিয়া রাবী আবূ মিখনাফ এর বর্ণনা মতে ‘হুসাইন বিন আলীর পক্ষ থেকে আহলে ঈমান ও মুসলমানদের প্রতি! হানী এবং সাঈদ আপনাদের পত্র আমার কাছে এনেছে। আপনাদের দূতদের মাঝে এ দুইজন সবার শেষে আসছে। যা কিছু হযরতরা লিখছেন যে, “আমাদের নেতৃত্ব দেবার কেউ নাই। আপনি আসুন। হয়তো আপনার মাধ্যমে হক ও হিদায়াতের আল্লাহ তাআলা আমাদের একত্র করে দিবেন”। এসব জেনে আমি আমার চাচাতো ভাই। যার উপর আমার আস্থা আছে। আর তিনি আমার পরিবারেরও অন্তর্ভূক্ত। তাকে আপনাদের কাছে পাঠালাম। আমি তাকে বলেছি যে, তিনি যেন আপনাদের অবস্থা এবং সবার রায় আমাকে পত্র লিখে পাঠায়। যদি তার পত্র দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আপনাদের দলের সংখ্যা এবং আপনাদের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা একথার উপর একমত, যে বিষয়ে আপনারা আমার কাছে পত্র লিখছেন এবং আমার কাছে দূত পাঠিয়েছেন। তাহলে খুব দ্রুতই আমি আপনাদের কাছে আসবো ইনশাআল্লাহ। [তারীখে তাবারী-৫/৩৫৩ টিকা:আহলে হক মিডিয়া বাংলা সার্ভিস পর্ব 12)

১৪/মুসলিম বিন আকিলের দুজন সাথী কুফার রাস্তায় নিহত হওয়ার ঘটনা।

কুফাবাসির দৃঢ়তা পরিক্ষা করার জন্য হুসাইন (রা:) তার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিলের কাছে একটি পত্র দিয়ে কুফায় প্রেরণ করেন।

[“”তারপর মুসলিম বিন আকিল যখন মক্কা থেকে রওনা হয়ে মদীনা অতিক্রম করলেন তখন সেখান থেকে দু'জন পথ প্রদর্শক সাথে নিলেন। এরপর তারা তাকে নিয়ে পরিত্যক্ত ও পথ চিহ্নবিহীন মরু প্রান্তরের পথ ধরল, যার ফলে পানির অভাবে তীব্র পিপাসায় তাদের একজন মৃত্যুবরণ করল।

তারা মূলত পথ হারিয়ে ফেলেছিল যার ফলে 'বাতনে খাষিতের' আল মাযীক নামক স্থানে এক পথ প্রদর্শক মারা গেল। তখন মুসলিম বিন আকিল এ ঘটনাকে অশুভ মনে করলেন এবং অগ্রসর না হয়ে সেখানেই অবস্থান করলেন ইত্যবসরে অপর পথ প্রদর্শক মৃত্যুবরণ করল। তখন তিনি তার মিশনের বিষয়ে হযরত হুসায়নের পরামর্শ চেয়ে পত্র লিখলেন। তখন তাকে ইরাকে প্রবেশের এবং কুফাবাসীদের প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে যাচাইয়ের জন্য তাঁকে কুফাবাসীদের সাথে মিলিত হওয়ার কঠোর নির্দেশ দিলেন।"""]১

(১)টিকা:আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ১৮৭ পৃষ্ঠা www.QuranerAlo.com

১৫/মুসলিম বিন আকিলের হাতে হুসাইন (রা:)প্রতি কুফাবাসির বায়াত।

মুসলিম বিন আকি যখন কুফায় পৌঁছলেন তখন তিনি হুসাইন (রা:) এর পত্র দেখিয়ে বললেন তোমরা তোমাদের কথার উপর কতটা দৃঢ় তা দেখার জন্য হুসাইন (রা:) আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে ।
তখন দলে দলে কুফাবাসি মুসলিম বিন আকিলের হাতে বায়াত নেওয়া শুরু করে ।
তারা মুসলিম বিন আকিলকে শপথ করে বলেন:

“”(অবশ্যই তারা জান-মাল দিয়ে তাঁকে সাহায্য করবে। এভাবে প্রথমে বার হাজাব কুফাবাসী তাঁর হাতে বায়'আত করে। পরবর্তীতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আঠারো হাজারে পৌঁছে।""”আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ১৮৭ পৃষ্ঠা www.QuranerAlo.com)

১৬/হুসাইন (রা:) কাছে মুসলিম বিন আকিলের চিঠি প্রেরণ।

মুসলিম বিন আকিল যখন দেখলেন তার হাতে দলে দলে কুফাবাসি হুসাইন (রা:)এর নামে বায়াত করছেন।
তখন তিনি একজন দূতের মাধ্যমে হুসাইন (রা:) কাছে পত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন যাতে তিনি খুব দ্রুত তার পরিবার পরিজন নিয়ে কুফায় চলে আসে।

(["" তিনি জানান যে, বারো হাজার লোক আমার হাতে বাইয়াত হয়ে গেছে। প্রচুর লোকের বাইয়াত হতে আসছে। আপনি দ্রুত কুফায় চলে আসুন।"" [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৮]১

(""এক বর্ণনায় আসছে যে, তিনি লিখেন: সমস্ত কুফাবাসী আপনার সাথে আছে। আপনি আমার চিঠি পেতেই চলে আসুন।"" [আনছাবুল আশরাফ বালাজুরীকৃত-৩/১৬৭])২

""(এ পত্র ৬০ হিজরীর জিলক্বদ মাসের এগার তারিখে পাঠানো হয়""। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮১, ৫/৩৯৫])৩

(১,২,৩),টিকা : আহলে হোক মিডিয়া বাংলা সার্ভিস ইয়াজিদের শাসনামল পর্ব ১২ ।

১৭/কুফার আমির নুমান বিন বশির (রা:) এর অবস্থান।

মুসলিম বিন আকিল (রা:) যে কুফাতে হুসাইন (রা:)প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন এই খবর নুমান বিন বশরীরের কাছে পৌঁছে যায়।

তিনি মুসলিম বিন আকিল এবং কুফাবাসির অবস্থা প্রতিনিয়তি পর্যবেক্ষণ করছেন । তার কাছে এই বিষয়টি রাষ্ট্রদ্রোহ বলে মনে হয়নি।

তিনি কুফাবাসির উদ্দেশ্যে একটি খুতবা প্রদান করেন এবং

“”(তাদেরকে মতভিন্নতা ও বিরোধ-বিশৃংখলা থেকে নিষেধ করল এবং ঐক্য ও সুন্নাহ অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করলেন ।তিনি আরো বলেন আমার বিরুদ্ধে যে লড়াই করবে না আমিও তার বিরুদ্ধে লড়াই করব না। মিথ্যা অপবাদ বা কুধারণার কারণে আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করব না। কিন্তু শপথ আল্লাহ্! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যদি তোমরা তোমাদের আমীর বর্জন কর এবং তার বায়'আত প্রত্যাহার কর তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব যতক্ষণ আমার হাতে আমার তরবারির হাতল অবশিষ্ট থাকে।””)১

তারপর এক ব্যাক্তি আমীরকে বললেন আপনি তো তাদের বিরুদ্ধে দুর্বলতা প্রদর্শন করছেন তখন নুমান বিন বশির (রা:) বলেন :

“”(আল্লাহর আনুগত্যের পরিধিতে থেকে দুর্বল গণ্য হওয়া আমার কাছে তার নাফরমানীতে থেকে শক্তিধরও পরাক্রমশালী হওয়ার চেয়ে প্রিয়তর।””)২

(১,২)টিকা:আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ১৮৭ পৃষ্ঠা www.QuranerAlo.com

১৮/নুমান বিন বশির (রা:)কে অপসারন এবং উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে নতুন আমীর হিসেবে নিযুক্ত।

নুমান বিন বশির (রা:) উপরুক্ত খুৎবা এক ব্যাক্তির পছন্দ না হওয়াতে সে ইয়াজিদের কাছে চিঠি লিখে ওইখানের অবস্থা জানান।
ইয়াজিদ এই চিঠি পেয়ে নুমান বিন বশির (রা:)কে কুফার আমীর থেকে অপসারন করেন ।

“”(এবং বসরার সাথে কুফাকেও উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের শাসন কর্তৃত্বের অধীন করে দেন। আর তা মূলত সংঘটিত হয়েছিল ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার'সারজনের ইশারায়। সে ছিল ইয়াযীদের পরামর্শদাতা। সারজুন তাকে বলেছিল, মু'আবিয়া জীবিত থাকতেন যদি তাহলে কি আপনি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন সে বলল,

তাহলে আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন, আর তা হল কুফার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ ছাড়া আর কেউ নেই। তাকেই তার শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করুন।””)১

তখন ইয়াজিদ বসসার আমীর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে কুফার আমীর হিসেবেও নিযুক্ত করে দিলেন ।

(১)টিকা:আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ১৮৯পৃষ্ঠা www.QuranerAlo.com

১৯/নতুন আমীর হিসেবে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ কুফায় প্রবেশ।

“”(অতঃপর ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদকে পত্রযোগে নির্দেশ প্রদান করল, তুমি কুফায় আগমন করে মুসলিম বিন আকিলকে তলব করবে এরপর যদি তাঁকে আয়ত্তে পাও তবে তাঁকে হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে।
নির্দেশ পেয়ে ইবনে যিয়াদ বসরা থেকে কুফাভিমুখে রওনা হয়ে গেল। সে যখন কুফায় প্রবেশ করল তখন কালো পাগড়ীর আড়ালে তার মুখ আবৃত করে প্রবেশ করল। এরপর যখনই সে কোন মানুষের দল অতিক্রম করছিল, তখনই বলছিল, সালামুন আলায়কুম! তখন তারাও উত্তরে বলছিল, ওয়া আলাইকুমুস সালাম, রাসূলুল্লাহ্ সন্তানকে স্বাগতম। তারা ধারণা করছিল সে হুসায়ন! কেননা, তারা তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। এসময় তাকে ঘিরে লোকদের ভীড় বেড়ে গেল। আর সে ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে কুফায় প্রবেশ করেছিল।””)১

তারপর সে নুমান বিন বশীর (রা:) দরজার সামনে গিয়ে বললো আমি ইয়াজিদের পক্ষ থেকে নতুন আমির হিসেবে আদৃষ্ট হয়েছি ।
তখন তিনি তার দরজা খুলে দেন এবং তাকে ঘরের মধ্যে ডুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন ।

(১)টিকা:আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ২৯০পৃষ্ঠা www.QuranerAlo.com

২০/ইবনে যিয়াদের প্রথম ভাষণ।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ পরদিন সকাল বেলা কুফাবাসীকে সমবেত করে বললো,

“আমীরুল মুমেনীন আমাকে তোমাদের এই শহরের হাকীম (গভর্নর) নিযুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে,
“তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত তাদের প্রতি সুবিচার করতে। আর ন্যায্য অধিকার
থেকে যারা বঞ্চিত, তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার দিয়ে দিতে।

যে আমার নির্দেশ মেনে চলবে, তার সাথে আমি সুন্দর আচরণ করব। আর
যে বিদ্রোহ করবে এবং আমার অবাধ্য হবে, তার প্রতি আমি কঠোর হব।

তোমরা ভালভাবে জেনে রেখ, আমি আমীরুল মুমেনীনের একান্ত অনুগত হয়ে তার নির্দেশকে বাস্তবায়ন করবই।
আমি ভালো লোকের জন্য মেহেরবান পিতার
তুল্য এবং আমার অনুগতদের জন্য আপন ভাইয়ের মত। আমার তলোয়ার এবং চাবুক শুধু তাদের জন্যই, যারা আমার অবাধ্য হবে এবং আমার বিরোধিতা করবে।

সুতরাং তোমরা স্বীয় প্রাণ রক্ষার জন্য বিদ্রোহ থেকে বিরত থাক।”

অতঃপর শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বললো যে—

“তোমাদের শহরে বাইর থেকে যেসব লোক এসে অবস্থান করছে এবং যারা ইয়াযীদের বিরোধিতা করছে, তাদের সবার তালিকা তৈরি করে দ্রুত আমার কাছে পেশ কর।
যে ব্যক্তি এসব লোকদের তালিকা তৈরি করে আমার কাছে পেশ করবে, সে দায় মুক্ত।

আর যে এ তালিকা তৈরি করতে অসমর্থ হবে, তার এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে যে তার এলাকায় বা মহল্লায় ইয়াযীদের কেউ

বিরোধিতা করবে না। আর যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হবে না, তার সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। আমরা তাকে হত্যা করব। যার গৃহে খলিফা ইয়াজিদের বিরোধী কোন লোক পাওয়া যাবে তাকে তার গৃহের দরজার সামনে শূলে চড়ানো হবে এবং তার সবকিছু হরণ করে নেওয়া হবে ।

টিকা: সোহাদায় কারবালা লেখক মুফতি শফী (র:)।

২১/ মুসলিম বিন আকীলের স্থান পরিবর্তন।

মুসলিম বিন আকীল, মুখতার ইবনে আবু ওবায়দার গৃহে অবস্থান করতে ছিলেন এবং সেখানে বসেই হযরত হুসাইন (রা:) খেলাফতীর ওপর বাইয়াত নিচ্ছিলেন।

ইবনে যিয়াদের উপর উল্লিখিত ভাষণের কথা যখন তিনি জানতে পারলেন তখন তিনি আশংকা করলেন যে, তাঁর এখানে অবস্থানের সংবাদ ইবনে
যিয়াদকে হয়তো কেউ জানিয়ে দিবে। এ কারণে তিনি মুখতারের গৃহ ত্যাগ করে হানী ইবনে উরওয়ার গৃহে চলে আসলেন। তার গৃহের দরজার সামনে পৌঁছে তাঁকে ডাক দিলেন। তিনি (হানী) বাইরে এসে মুসলিম ইবনে আকীলকে দেখে
পেরেশান হয়ে পড়েন। মুসলিম বিন আকিল তাঁকে বললেন, আমি তোমার কাছে আশ্রয় নেয়ার জন্য এসেছি।

“”(হানী ইবনে উরওয়াহ বললেন, আপনি আমাকে কঠিন মসিবতের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। আপনি যদি আমার গৃহের মধ্যে প্রবেশ না করতেন, তবে বাহির থেকেই আপনার চলে যাওয়াটা আমি পছন্দ করতাম।

আপনি যখন আমার গৃহ পর্যন্ত এসেই গেছেন, তখন আপনাকে আশ্রয় দেয়া
আমার মানবিক দায়িত্ব বলে মনে করছি। আচ্ছা, আসুন। হানী ইবনে উরওয়ার
অনুমতি পেয়ে মুসলিম বিন আকিল তাঁর গৃহে আশ্রয় নিলেন। কুফার লোকজন (যারা হযরত

হোসাইনের রা অনুসারী) গোপনে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন।””)১

(১)টিকা:সোহাদায়ে কারবালা লেখক মুফতি মোহাম্মদ শফী (র:)

২২/মুসলিম বিন আকিলকে গ্রেপ্তার এবং হত্যা।

যখন মুসলিম বিন আকিল হানি বিন উরওয়ার কাছে আশ্রয় নিলেন ।তখন ইবনে যিয়াদের কাছে সেই খবর পৌঁছে যায় ।
আর এই খবর জানার পর সে মুসলিম বিন আকিল (রা:) গ্রেপ্তার করার জন্য হানী বিন উরওয়ার কাছে যায় ।এবং তার গৃহ ঘেরাও করে পেলে ।

হানী বিন উরওয়া বললেন আমি কিছুতেই আমার মেহমানকে আপনার নিকট সোপর্দ করব না। এদিকে হানী বিন উরওয়া অবস্থা বেগতিক দেখে মুসলিম বিন আকিলকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন । মুসলিম বিন আকিল যখন তার গৃহ থেকে চলে যান। তখন ইবনে যিয়াদের বাহিনী হানি বিন উরওয়াকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ।

এই খবর মুসলিম বিন আকিল যখন জানতে পারে । তখন তিনি হানী বিন উরওয়াকে জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে আনতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রতি বায়াতকৃত কুফা বাসীদের নিয়ে জেলখানা ঘেরাও করতে রওনা হয় ।

কুফা বাসীদের পুরনো প্রতারণা তখন আস্তে আস্তে প্রকাশ পেতে থাকে তারা মুসলিম বিন আকিলের পথ থেকে সরে যেতে শুরু করেন । পিতা তার পুত্রকে বোন তার ভাইকে মা তার সন্তানকে বুঝিয়ে মুসলিম বিন আকিলের কাছ থেকে নিয়ে যান ।

তখন মুসলিম বিন আকিল বুঝতে পারে কুফাবাসি তার সাথে প্রতারণা করেছে । মুসলিম বিন আকিলের সাথীরা যেতে যেতে একপর্যায়ে সবাই চলে যায় শুধু রয়ে যায় তিনি একা । তখন তিনি জেলখানার দিকে না গিয়ে অন্য রাস্তায় হাঁটা ধরেন । তার

ইচ্ছা ছিল তিনি এখান থেকে চলে গিয়ে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে সব খুলে বলবেন এবং কুফায় আসতে দিবেন না।

[(""এভাবে তিনি রাস্তায় চলতে চলতে এক গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। করাঘাত করলে ত্বওয়া নামক এক স্ত্রীলোক বের হল, আর সে ছিল আল আশআছ বিন কায়েশের ঐরষে সন্তান জন্মদানকারিণী বাঁদী। তিনি পানি চাইলেন। পানি পান করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর বান্দী! এই শহরে আমার কোন বাড়ি ঘর কিংবা স্বজন পরিজন কেউ নেই। তোমার কি আমার প্রতি একটু সদাচার ও অনুগ্রহ করার সুযোগ আছে? যার পুরস্কার আমি পরে তোমাকে দিবো। কুফার লোকেরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। আমার সাথে মিথ্যা বলেছে।
তখন উক্ত বাঁদী নিজ গৃহে মুসলিমকে আশ্রয় দেন। নিরাপদ ঘরে থাকতে দেন।

রাতে তার সন্তান যখন আসে তখন উক্ত মেহমান সম্পর্কে জানতে চান । কিন্তু তিনি বলতে তা অস্বীকৃতি জানান। জোরাজোরির একপর্যায়ে
তিনি সত্যি কথা বলে দেন ।
টিকা: আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ১৮৯পৃষ্ঠাwww.QuranerAlo.com]

এদিকে পরেরদিন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আল আশ'আছের কাছে গিয়ে তাকে জানালো যে, মুসলিম বিন আকীল তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। তখন আবদুর রহমান এসে তার পিতার কানে কানে তা বলল, আর সে সময় তার পিতা ইবন যিয়াদের কাছে ছিল। তখন ইবনে যিয়াদ প্রশ্ন করল, সে তোমার কানে কানে কী বলল? তখন সে তাকে বিষয়টি অবহিত করল। তখন ইবনে যিয়াদ একটি দণ্ড নিয়ে তার পার্শ্বদেশে খোঁচা মেরে বলল, যাও! এখনি তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। এ সময় যিয়াদ তার সিপাহী প্রধান আমর বিন হুরায়স আল মাখযুমীকে এবং তার সাথে আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ ইবনুল আশ'আসকে সত্তর বা আশিজন' অশ্বারোহীসহ পাঠাল। এরপর মুসলিম বিন আকীল এ বিষয়ে কিছু অনুভব করার পূর্বেই সেই বাড়ি ঘিরে নেওয়া হল। এরপর তারা ভিতরে প্রবেশ করে তাঁকে কাবু করার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তরবারি দিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করলেন এবং তিনবার তাদেরকে বাড়ির ভিতর থেকে পিছু হটিয়ে দিলেন। এসময় তাঁর উপরের ও নীচের ঠোঁট ক্ষত-বিক্ষত

হল। এভাবে উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হয়ে তারা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল এবং বাঁশের রশিতে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল। এবার তিনি নিরুপায় হয়ে বেরিয়ে আসলেন এবং তাঁর তরবারি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে লাগলেন, তখন আবদুর রহমান তাকে 'আমান' (জীবনের নিরাপত্তা) প্রদান করলেন। তখন তিনি তার হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। তখন একটি খচ্চর এনে তাঁকে তাতে আরোহণ করান হল এবং তাঁর তরবারি ছিনিয়ে নেওয়া হল। এ সমসয় তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে কেঁদে ফেললেন এবং এও বুঝতে পারলেন তাঁকে হত্যা করা হবে। তাই তিনি বাঁচার আশা ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তখন তাঁর পাশ থেকে কেউ বলে উঠল, আপনি যে বিষয়ে প্রত্যাশী এই বিপদে পতিত হয়ে কাঁদা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নিজের বিপদে কাঁদছি না, আমি কাঁদছি হুসায়ন ও তাঁর পরিবারের কথা ভেবে। আজ কিংবা গতকাল তোমাদের উদ্দেশ্যে সে মক্কা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর তিনি মুহাম্মদ ইবনুল আশ'আছের দিকে ফিরে বললেন, যদি তুমি হুসায়ন (রা:) নিকট একজন দূত পাঠিয়ে আমার বরাত দিয়ে তাঁকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পার তাহলে তা কর'। তখন মুহাম্মদ ইবনুল আশ'আছ' ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে হযরত হুসায়নের (রা:) কাছে দূত পাঠালো।

এদিকে মুসলিম গুরুতর আহত তাঁর মুখমণ্ডল ও কাপড় চোপড় রক্তে রঞ্জিত তিনি ভীষণ পিপাসার্ত আর এসময় সেখানে এক কলস ঠাণ্ডা পানি ছিল। তা থেকে পান করার জন্য তিনি কলসটি ধরতে চাইলেন, তখন তাদের এক ব্যক্তি' বলল, আল্লাহর কসম! জাহান্নামের তপ্ত পানি পান করার পূর্বে তুমি তা থেকে পান করবে না। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! হে বাচ্চা! আমার চেয়ে তুমিই জাহান্নামের তপ্ত পানির এবং সেখানে চিরস্থায়ী হওয়ার অধিক উপযুক্ত। এরপর তিনি বসে গেলেন এবং ক্লান্তি, অবসন্নতা ও পিপাসার কারণে দেওয়ালে হেলান দিলেন। তখন উমারা ইবন উব্বা বিন আবূ মুমায়ত' তার এক গোলামকে তার গৃহে পাঠাল এবং রুমাল দিয়ে ঢাকা এক কলস পানি এবং একটি বড় পেয়ালা নিয়ে আসল। এরপর সে তাঁকে পেয়ালার পানি ঢেলে তাঁকে দিতে লাগল আর তিনি পান করতে লাগলেন, কিন্তু পানিতে মিশ্রিত রক্তের আধিক্যের কারণে তিনি তাঁর ঢোকই গিলতে পারলেন না। এরূপ দু'বার

বা তিনবার হল। এরপর যখন তিনি পান করলেন, তখন পানির সাথে তার সামনের দুই দাঁত পড়ে গেল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর প্রশংসা! আমার নির্ধারিত রিযিকে শুধু এক ঢোক পানি অবশিষ্ট ছিল। এরপর তাঁকে ইবন যিয়াদের সাক্ষাতে প্রবেশ করানো হল। তিনি যখন তাঁর সামনে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে সালাম করা থেকে বিরত থাকলেন। তাই প্রহরী তাঁকে বলল, তুমি কি আমীরকে সালাম করবে না? উত্তরে তিনি বললেন, না। সে যদি আমাকে হত্যা করতে চায়, তাহলে তাকে সালাম করার আমার কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি সে আমাকে হত্যা করতে না চায়

তাহলে আমি তাকে অনেক সালাম করতে পারব। তখন ইবন যিয়াদ তাঁর অভিমখী হয়ে বলল,
, হে ইব্ন আকীল! লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন মত অবস্থা থেকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করতে এবং তাদের একজনকে অন্যজনের হত্যায় প্ররোচিত করতেই তুমি এসেছো? তখন তিনি

বললেন, কখনও না। সে জন্য আমি আসি নি। কিন্তু শহরবাসীদের দাবী হল তোমার পিতা তাদের উত্তম লোকদের হত্যা করেছে এবং তাদের রক্ত প্রবাহিত করেছে। তাই আমরা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেওয়ার জন্য এবং কিতাবের ফয়সালার দিকে আহ্বান করার জন্য তাদের কাছে এসেছি। তখন সে বলল, হে বিদ্রোহী! তোমার সাথে তাঁর কি সম্পর্ক? মদীনায় যখন তুমি মদ পান করতে তখন কেন তাদের মাঝে এসব করতে না?

তিনি বললেন, আমি মদ্যপায়ী? আল্লাহর কসম! তিনি জানেন তুমি সত্যবাদী নও এবং না জেনে কথা বলছ এবং সে বিষয়ে আমার চেয়ে তুমি অধিক উপযুক্ত। কেননা, তুমি যেমন উল্লেখ করেছ আমি তেমন নই। সেই ব্যক্তিই আমার চেয়ে তার অধিক উপযুক্ত যে • মুসলমানগণের রক্ত লেহন করে এবং কোন প্রাণের বিনিময় ব্যতীত আল্লাহ্ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হত্যা করে, ক্রোধ ও কুধারণার বশবর্তী হয়ে হেসে খেলে অবলীলায় মানুষ হত্যা করে, যেন সে কিছুই করে নি।

তখন ইবন যিয়াদ তাঁকে বলল, হে বিদ্রোহী-পাপাচারী তোমার মন যার আশা দিচ্ছে তোমার ও তার মাঝে আল্লাহ্ অন্তরায় আর তিনি তোমাকে তার 'উপযুক্ত'কে দেখান নি। তিনি বললেন, হে ইবন যিয়াদ! কে তার উপযুক্ত? সে বলল, আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদ। তিনি বললেন, সর্বাবস্থায় "আল্লাহর প্রশংসা। আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফয়সালাকারীরূপে আল্লাহকে মেনে নিলাম। সে বলল, তুমি' মনে হয় ধারণা করছ যে, এই শাসন কর্তৃত্বে তোমাদের কোন অংশ রয়েছে? তিনি বললেন, না! আল্লাহর কসম! তা আমাদের ধারণা নয়, নিশ্চিত বিশ্বাস।

এরপর সে 'মুসলিম বিন আকীলকে বলল, তোমাকে যদি এমনভাবে হত্যা না করি যা ইসলামে কেউ করে নি, তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাকে হয়ত অপদস্থ করেন। তখন তিনি বললেন, শুনে রেখ! ইসলামে যারা বিদ'আতের উদ্ভাবন করেছে তুমি তাদের অন্যতম একজন। শুনে রেখ! তুমি তো নির্মম হত্যা, মৃতদেহের কুৎসিত বিকৃতিকরণ এবং তোমাদের একান্ত সহচর ও মূর্খদের থেকে অর্জিত চাল-চলনের পৈশাচিকতা (নোংরামি) ত্যাগ করবে না। এসময় ইব্ন যিয়াদ তাঁকে গালমন্দ করতে লাগল এবং হুসায়ন ও আলীর (রা:) সমালোচনা করতে লাগল আর মুসলিম কোন কথা না বলে নিশ্চুপ থাকলেন।

তারপর ইবন যিয়াদ মুসলিমকে লক্ষ্য করে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করব। তনি বললেন, সত্যিই নাকি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আমার গোত্রের কারো কাছে আমাকে ওসীয়ত করার সুযোগ দাও। সে বলল, ঠিক আছে। তুমি তোমার অসিয়ত কর। তখন তিনি সেখানে উপবেশনকারীদের মাঝে উমর বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাসকে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন, হে উমর! আমার ও তোমার মাঝে আত্মীয়তা রয়েছে। এখন তোমার কাছে আমার একটি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যা গোপনীয়, তাই তুমি উঠে আমার সাথে প্রাসাদের এক কোণে আস, যাতে আমি তা তোমাকে বলতে পারি। কিন্তু সে তার সাথে উঠে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। অবশেষে ইবন যিয়াদ তাকে অনুমতি দিল। তখন সে ইন যিয়াদের কাছেই এক কোণে সরে দাঁড়াল। তখন মুসলিম তাকে বলল, কূফায় আমার সাতশ' দিরহাম ঋণ রয়েছে আমার পক্ষ থেকে তুমি তা আদায় করে দিও। আর ইন্ন যিয়াদ থেকে আমার মৃত দেহ চেয়ে নিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করো। আর হুসায়নের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে (তাকে সব জানিয়ে) দিও।

কেননা, আমি তাঁকে লিখেছিলাম যে, কৃফাবসীরা তাঁর সাথে আছে। আর আমার মনে হয় সে এসে পড়বে।

যখন উমর গিয়ে ইবন যিয়াদের কাছে তার আবেদনগুলো পেশ করল। তখন সে

সবগুলোর অনুমতি প্রদান করল' এবং বলল, হুসায়ন যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে না

চায় তাহলে আমরাও তাঁর বিরুদ্ধে লড়ব না। কিন্তু যদি সে চায় তাহলে আমরাও বিরত থাকব।

তারপর ইবনে যিয়াদ তাকে প্রাসাদের ছাদ থেকে পেলে দিয়ে হত্যা করে ।

টিকা:আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৯৬,২৯৭ পৃষ্ঠা www.QuranerAlo.com

২৩/ মুসলিম আকিলের লাশের সাথে ইবনে যিয়াদের দৃষ্টতা।

ইবনে যিয়াদ মুসলিম বিন আকিল এবং হানী বিন উরওয়াকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হননি।

“”(তাঁদের (লাশকে) পায়ে বেঁধে বাজারে হেঁচড়ে নিয়ে গেছে ।””আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ৩১৮ পৃষ্ঠা। www.QuranerAlo.com)

ইবনে যিয়াদের এমন দৃষ্টতা দেখানোর কারন যেন অন্য কেউ খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারে।
তার এই নিকৃষ্ট আচরন নবী (সা:) এর সাহাবির উপর বেমানান।

যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট তাদের সাথে এই দৃষ্টতা সত্যি ঘৃণিত।

২৪/ হুসাইন (রা:) মক্কায় থেকে কুফায় রওনা হওয়ায় ইয়াজিদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে চিঠি প্রেরন।

মুসলিম বিন আকিলের হাতে যখন ১৮ হাজার কুফাবাসী বায়াত গ্রহণ করলে তখন মুসলিম বিন আকিল একজন দূত এর মাধ্যমে হুসাইন (রা:) কে কুফায় চলে আসতে বলেন ।

এই চিঠি পেয়ে হুসাইন (রা:)কুফায় আসার সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং রওনা হওয়ার আগে ইস্তেখারা করেন । এদিকে হুসাইন (রা:) রওনা হওয়ার কথা ইয়াজিদ জেনে যায় এবং ইয়াজিদের গভর্নরাও খবর পেয়ে যান ।

""(তাই হেযাজের গভর্ণর আমর বিন সাঈদ হযরত হুসাইন রাঃ এর রওনা হতেই দারুল খিলাফাহ দামেশকে ও কুফায় সংবাদ দিয়ে লোক পাঠিয়ে দেন। তিনি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে লেখেন যে, হুসাইন রাঃ তোমার দিকে আসছে। [তারীখে দামেশক-৪/২১২)১

""(মারওয়ান বিন হাকামও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে এ সংবাদ পাঠান। তবে সাথে সাথে পত্রযুগে লিখে পাঠান যে, হুসাইন (রাঃ)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে ফাতিমা (রাঃ) এর ছেলে। আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে হুসাইন (রাঃ)এর চেয়ে প্রিয় কেউ নাই। খবরদার! জোশের বশে এমন কিছু করে বসো না, যে কাজের কোন ক্ষতিপূরণ করা না যায়। আর লোকদের তা ভুলানো না যায়। [তারীখে দামেশক-৪/২১২।)২

এদিকে ইয়াজীদ ও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে পত্র পাঠান ।

""(তাতে লিখে যে, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, হুসাইন (রাঃ) কুফার দিকে আসছেন। হুসাইন (রাঃ) এর বিষয়ে সব সময়ের মাঝে তোমার সময়টা, সকল শহরের মাঝে তোমার শহর, সকল গভর্ণরদের মাঝে তুমিই বড় পরীক্ষার সম্মুখীন। এমন পরীক্ষা পতিত হয়েই লোকেরা উন্নতী অর্জন করে অথবা গোলামদের মত লাঞ্ছিত হয়ে যায়। [আলমু'জামুল কাবীর-৩/১১৫।)৩

মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করায় শাবাশী দিয়ে ইয়াযিদ লিখেন:

""(গোয়েন্দা এবং সশস্ত্র পাহারাদারদের সতর্ক রাখো। যাদেরই সন্দেহ হয় গ্রেফতার করো। যাদের উপর অভিযোগ আছে তাদের পাকড়াও করো। কিন্তু হত্যা কেবল তাকেই করবে, যে তোমার সাথে যুদ্ধ করে। আর আমাকে ঘটমান সকল কিছু জানাতে থাকবে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮১,)৪

(১,২,৩,৪) টিকা: আহলে হক মিডিয়া বাংলা সার্ভিস ইসলামের ইতিহাস পাঠ পর্ব ১৩]

২৫/ইবনে জিয়াদের রাস্তায় করা পাহারা ।

মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করার পর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রথম প্রচেষ্টা এই ছিল যে, কুফার অবস্থা সম্পর্কে হযরত হুসাইন (রাঃ) কে সম্পূর্ণ বেখবর রাখা। এ লক্ষ্যে সে কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত এবং শামের রাস্তাগুলোতে এতোটাই কড়া পাহারা বসায় যে, প্রায় এক মাস জুড়ে হযরত হুসাইন (রাঃ) পর্যন্ত কুফার খবর জানাতে এলাকা অতিক্রম করতে পারেনি। আরব থেকে আসা কেউ যাচাই বাছাই ছাড়া এ এলাকায় ঢুকতে পারেনি।

মুসলিম বিন আকীলকে জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ শহীদ করা হয়। এর কয়েকদিন আগেই হযরত হুসাইন (রাঃ) কুফার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়েন। তার এটা জানা ছিল না যে, কুফার গভর্ণরের আসনে এখন কোমল হৃদয়ের অধিকারী নোমান

বিন বশীর (রাঃ) নয়, বরং পাথর দিলের অধিকারী যন্ত্রমানব উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ বসে আছে।

"""([যদি এতোটা কড়া পাহারা না হতো, তাহলে হয়তো মক্কার সীমানা পাড় হবার আগেই হুসাইন (রাঃ) এর কাছে কুফার প্রকৃত অবস্থা জানা হয়ে যেতো। কিন্তু কড়া চেকিং এর কারণে কেউ এ সংবাদ জান্নাতের সর্দারের কানে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে তিনি তার কাফেলা নিয়ে আগে বাড়তে লাগলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]১

(১)টিকা:আহলে হক মিডিয়া বাংলা সার্ভিস ইসলামের ইতিহাস পাঠ পর্ব ১৩)]

২৬/কারবালার ময়দানে যাওয়ার প্রেক্ষাপট।

মৃত্যুর আগে মুসলিম বিন আকিল একজন দূত মারফত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে একটি চিঠি লিখে পাঠান তাতে লেখা ছিল ।

""(তুমি পরিবার পরিজন নিয়ে ফিরে যাও। তুমি কুফাবাসীর ধোঁকায় পড়ো না। কেননা এরাই তারা যারা নিজেদের আপনার পিতার সাথী পরিচয় দিতো। যাদের থেকে মুক্তি পেতে আপনার পিতা মরে যেতে বা নিহত হওয়ার তামান্না করতেন। নিশ্চয় এ কুফাবাসী আপনার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং আমার সাথেও মিথ্যা বলেছে। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৫৯]

মুসলিম বিন আকিলের এই চিঠি যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে পৌঁছে তখন তিনি মক্কা ছেড়ে চলে এসেছেন ।চিঠি পড়েই তিনি বুঝতে পারলেন কুফাবাসী তার সাথে গাদ্দারী করেছে তাই তিনি সেখান থেকে চলে যাওয়ার মনস্থ করেন কিন্তু মুসলিম বিন আকিলের পরিবারের সদস্যরা তার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন । তাদের এই দৃঢ়তা দেখে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চুপ করে রইলেন এবং তাদের সাথে কারবালা নামক স্থানে যাওয়ার জন্য তৈরি হন।

২৭/উমর বিন সা’দের কারবালা রওনা।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বুঝতে পারলেন ইয়াজিদের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এবং ইবনে যিয়াদের কঠর নীতি বুঝতে পেরে তিনি দামেসকে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কুফার রাস্তা থেকে সরে যান। তিনি ভাবলেন ইয়াজিদের সাথে দেখা করলে হয়তো আলাপচারীতার মাধ্যমে কিছু শর্ত চাপিয়ে দিতে পারবেন এবং ইয়াজীদ তা
মেনে নিবেন ।
তাই তিনি কুফার পথ থেকে দামেস্কের পথে রওয়ানা করেন ।

"""[(কুফার রাস্তা থেকে দামেশকের দিকে প্রায় ৪৫ মাইল সাড়ে ৭২ কিলোমিটার সফর করে কারবালা নামক স্থানে এসে পৌঁছে গেলেন। যা কুফা থেকে দামেস্ক যাবার মহাসড়কে অবস্থিত। ফুরাত নদীর পাড়ও ছিল নিকটে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২ “”)১

(“”ইবনে যিয়াদ এবার উমর বিন সা’দকে তেহরানের গভর্ণরী দেবার আশ্বাস দিয়ে হুসাইন (রাঃ)কে নিঃশর্তে গ্রেফতার করার দায়িত্ব অর্পণ করে। আদেশ করে: যদি হুসাইন (রাঃ) স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে যেন হত্যা করা হয়।
যেহেতু হুসাইন (রাঃ) এর মত ব্যক্তিত্বের উপর হাত উঠানো কিয়ামত পর্যন্তের জন্য বদনামীর কারণ হবে, তাই উমর বিন সা’দ এ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তার বাড়ি ঘর ধ্বংস করা এবং গর্দান উড়িয়ে দেবার ধমকি প্রদান করে। [তাবক্বাতে ইবনে সা’দ-৫/১৬৮]২

(“”উমর বিন সা’দ সকাল পর্যন্ত ভাবার জন্য সুযোগ চায়। সারা রাত চিন্তা করে সকালে সম্মতি জানিয়ে বাহিনী নিয়ে কারবালা প্রান্তরে পৌঁছে যায়। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]৩

(১,২,৩ টিকা:আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস ইসলামের ইতিহাস পাঠ পর্ব ১৪)]

২৮/ইবনে যিয়াদের গভর্ণরের কাছে হোসাইন (রা:) ৩ প্রস্তাব।

হিজরী ৬১ হিজরীর ৯ই মহররম।
কারবালা প্রান্তরে সরকারী বাহিনীর অফিসার উমর বিন সা'দ, শিমার বিন জিলজাওশান এবং হুসাইন বিন নুমাইরের সাথে হযরত হুসাইন (রাঃ) এর আলোচনা হয়। হযরত হুসাইন (রাঃ) তাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের ওয়াস্তা দিয়ে বলেন,

أَنْ يُسَيِّرُوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَزِيدَ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِه،ِ

আমাকে আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদের কাছে যাবার সুযোগ দিন। আমি আমার হাত তার হাতে দিয়ে দেবো। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৭০]

কিন্তু ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন রাঃ কে শর্তহীনভাবে গ্রেফতার করার আদেশ ছিল। তাই সেনাপ্রধান জবাব দিল: "এছাড়া কোন পথ নেই যে, আপনি সিদ্ধান্তের জন্য নিজেকে ইবনে যিয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৭০]

হুসাইন (রাঃ)এর তিন প্রস্তাব:

যখন সকল পথ রুদ্ধ হতে দেখলেন তখন হুসাইন (রাঃ) দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। যথা-

১।আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফেরত যাবার সুযোগ দেয়া হোক।

২।ইয়াযিদের কাছে যাবার সুযোগ দেয়া হোক। যেন তার হাতে বাইয়াত হতে পারেন। তাদের ভিতরকার মতভেদ যেন দূরিভূত হয়ে যায়।

৩।ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে পৌঁছে দেয়া হোক। যেন তিনি অন্যান্য মুসলমানদের মতই জীবন যাপন করতে পারেন।

উমর বিন সা'দ এ প্রস্তাব মেনে নেয়। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে এ বিষয়ে জানায়। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তা অস্বিকার করে। শর্ত ছাড়া গ্রেফতার করার জন্য জোর নির্দেশ প্রদান করে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৯৭]

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ প্রথমত হযরত হুসাইন (রাঃ) এর প্রস্তাব মেনে নিতে চাইলেন। কিন্তু শিমার বিন জিলজাওশান তাকে বুঝায় যে, শর্তহীন গ্রেফতারটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। যাতে করে সব কিছু হুকুমতের অধীন থাকে।
শিমার উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বলে, আল্লাহ দুশমনকে আপনার কাবুতে এনে দিয়েছেন। আপনি তাকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন? [তারীখে তাবারী-৫/৪১৩-৪১৪, আলমিহান-১৫৪]

শিমারের কথা শুনে প্রভাবিত হয়ে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হুসাইন (রাঃ) এর শান্তি প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। [আলমিহান-১৫৪] আবারো শর্তহীন আত্মসমপর্ণের জন্য হুসাইন (রাঃ) কে বলা হয়। কিন্তু এভাবে অসহায় আত্মসমর্পণ কেবল নবী পরিবারের অসম্মানই নয়, বরং সেই মহান উদ্দেশ্যও ধুলায় মিশে যায়, যে উদ্দেশ্য সফলের লক্ষ্যে নিজের পরিবারের সদস্য পর্যন্ত ঝুঁকির মুখে নিক্ষেপ করেছেন।

এ কারণে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, কিছুতেই তিনি শর্তহীন আত্মসমর্পণ করবেন না। [তারীখে তাবারী-৫/৩৩৯]

টিকা: (আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস ইসলামের ইতিহাস পাঠ পর্ব ১৪)

২৯/যুদ্ধের দামামা।

কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবার পরও উমর বিন সা'দ যুদ্ধ না করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইবনে যিয়াদ কুফায় বসে পুরো পরিস্থিতির ক্ষণে ক্ষণে সংবাদ রাখছিল। সে কড়া নির্দেশ প্রদান করে জুআইরিয়া বিন বদর তাইমীকে পাঠায় যে, উমর বিন সা'দকে বল যে, দ্রুত হামলা করতে, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে।

উমর বিন সা'দ সেদিন সুযোগ দিল হুসাইন (রাঃ) কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য।

পরদিন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কড়া নির্দেশ পাবার পর উমর বিন সা'দ হাতিয়ার নিল এবং যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা দিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

৬১ হিজরীর মহররম মাসের ১০ তারিখ।
শুক্রবার মতান্তরে শনিবার উমর বিন সা'দ তার সঙ্গীদের নিয়ে ফজরের নামায শেষে যুদ্ধের জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, সে দিন ছিল আশুরার দিন।

এদিকে হযরত হুসাইন (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়লেন। আর তারা ছিলেন বত্রিশজন অশ্বারোহী এবং চল্লিশ পদাতিক যোদ্ধা। এরপর তিনি তাঁদেরকে সারিবদ্ধ করলেন। ডানপাশের কমান্ডার বানালেন যুহাইর বিন কায়সকে আর বাম পাশের জন্য নির্ধারণ করলেন হাবীব বিন মুতাহহারকে। তাঁর ঝাণ্ডা প্রদান করলেন তাঁর ভাই আব্বাস বিন আলীকে। আর তাঁদের সঙ্গের মেয়েদেরকে তাঁবুগুলিতে তাদের পেছনে নিয়ে আসলেন।

এদিকে হুসাইন (রাঃ) এর নির্দেশমত রাতেই তারা তাদের তাঁবুর পেছনে পরিখা খনন করে তাতে জ্বালানি কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ফেলে রেখেছিলেন। এরপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। যাতে করে পেছন থেকে কেউ তাঁবুর কাছে ঘেঁষতে না পারে। আর উমর বিন সা'দ তাঁর বাহিনীর ডান পার্শের কমান্ডার বানালো আমর বিন হাজ্জাজ আয যুবাইদীকে। বাম পাশের জন্য শিমার বিন জুলজাওশানকে।

অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আযরাহ বিন কায়স আল আহমাসী। আর পদাদিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল শাবীছ বিন রিবয়ীর। আর ঝা-া ছিল ওয়ারদানের হাতে।

উভয় পক্ষ স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে থাকলো। [আলবিদায়া ওয়াননিয়াহা-৮/১৭৮, আরবী, ৮/৩৩৩, বাংলা]

হুসাইন (রাঃ) এর গায়ে মোটা জোব্বা ছিল। উমর বিন সা'দের বাহিনীর উমর তাহয়ী নামক সৈন্য তীর ছুড়ল। তীর গিয়ে হুসাইন (রাঃ) এর কাঁধে এসে আঘাত করল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

এ সময় কুফার ঘোরসওয়ার বাহিনীর কমান্ডার হুর বিন ইয়াযিদের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠল। সে সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধাংদেহী মনোভাব দেখে তিরস্কার করে বলতে লাগল, তোমরা কি হুসাইন (রাঃ) এর আবেদন গ্রহণ করবে না? আল্লাহর কসম! যদি এমন দরখাস্ত তুর্কিস্তান ও দায়লামের কাফেররাও করতো, তাহলে তা তোমাদের জন্য রদ করা জায়েজ হতো না।

এতে করে সৈন্যদের মাঝে কোন প্রভাব সৃষ্টি হয়নি। তখন তিনি বেশ নিজ বাহিনী ছেড়ে হুসাইন (রাঃ) এর বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাদের সাথে শরীক হয়ে গেলেন।

তার পূর্ব আচরণের জন্য হুসাইন (রাঃ) এর কাছে ক্ষমা চাইলেন। বলেন, আমি যদি আগে তাদের ইচ্ছের কথা জানতাম, তাহলে আমি আপনার সাথে ইয়াযিদের কাছে যেতাম।

এরপর তিনি বাহিনীর সামনে এসে উমর বিন সা'দকে বললেন, দুর্ভাগ্য! তোমাদের নবীর দৌহিত্রের প্রস্তাবিত তিনটি বিষয়ের একটিও কি তোমরা গ্রহণ করবে না? তখন সে বলল, তা গ্রহণ করার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো, তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৮০, ৮/৩৩৬]

তারপর যুদ্ধ শুরু হল। হুর বিন ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদের বাহিনীর উপর হামলা করলেন। দুইজন সৈন্যকে হত্যা করে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। [তারীখে তাবারী-৩/৩৯২]

এরপর এক সৈনিক হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ছেলে আব্দুল্লাহকে শহীদ করে দেন।

টিকা: আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস। ইসলামের ইতিহাস পর্ব ১৪'

৩০/শুহাদায় কারবালা।

হুসাইন (রাঃ) এর সাথে একশ'য়ের কাছাকাছি লোক ছিল। তাদের মাঝে হযরত আলী (রাঃ)এর ৫ ছেলে। বনু হাশেমের ১৬ জন। বনু সালীম এবং বনু কেনানার এক এক দল ছিল। ইবনে উমর বিন যিয়াদ নামের এক ব্যক্তিও শামিল ছিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

অবশেষে ইবনে জিয়াদের বাহিনীর সাথে রক্ত ক্ষয়ই যুদ্ধের মাধ্যমে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সকল সাথিবর্গ শহীদ হয়ে যান। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শিশুর গায়ে একটি তীর এসে বিদ্য হয় । এবং শিশুটি শহীদ হয়ে যায় । শিশুটির রক্ত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুছতে মুছতে
বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের এবং তাদের মাঝে তুমিই ইনসাফ কর। ওরা আমাদের এজন্য ডেকেছে যে, তারা আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু ওরা এখন আমাদের হত্যা করছে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

হযরত হুসাইন (রাঃ) এর এ দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ওরা শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না। গায়ের কাপড় খুলে বেইজ্জত করতে চাইবে। তাই তিনি তাঁবুতে ফিরে গেলেন। বললেন, আমাকে এমন একটা কাপড় দাও, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পছন্দ করবে না। যাতে করে কাপড় খুলে নিলেও কম দামী উক্ত চাদরটি যেন শরীরে রেখে যায়। একদম উলঙ্গ করে না ফেলে। তারপর তিনি একটি পুরাতন চাদর জামার নিচে পরিধান

করলেন। তারপর তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন। [আলমু’জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯

হুসাইন (রাঃ) বীরের মত লড়তে লড়তে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। [আলমু’জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

নিকৃষ্ট খুনীরা হযরতের শরীর থেকে সকল কাপড় খুলে নেয় পুরাতন চাদরটি ছাড়া। শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেলে। [আলমু’জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

শিমার হযরত আলী আসগর তথা যাইনুল আবেদীন (রা:) কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন হুমায়দ বিন মুসলিম তাকে তা থেকে নিবৃত করে। কারণ, তখন তিনি অসুস্থ্য ছিলেন।
এরপর সেনাপতি উমর বিন সা’দ এসে বলল, সবাই শুনে রাখ! কেউ যেন এ মেয়েদের তাঁবুতে প্রবেশ না করে এবং এই বালককে হত্যা না করে। আর যে তাঁদের কোন সামানপত্র নিয়েছে, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩৫২]

টিকা:আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস ইসলামের ইতিহাস পর্ব ১৪"

৩১/শুহাদায় কারবালা।

হুসাইন (রাঃ) এর সাথে একশ’য়ের কাছাকাছি লোক ছিল। তাদের মাঝে হযরত আলী (রাঃ)এর ৫ ছেলে। বনু হাশেমের ১৬ জন। বনু সালীম এবং বনু কেনানার এক এক দল ছিল। ইবনে উমর বিন যিয়াদ নামের এক ব্যক্তিও শামিল ছিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

অবশেষে ইবনে জিয়াদের বাহিনীর সাথে রক্ত ক্ষয়ই যুদ্ধের মাধ্যমে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সকল সাথিবর্গ শহীদ হয়ে যান। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর

শিশুর গায়ে একটি তীর এসে বিদ্য হয় । এবং শিশুটি শহীদ হয়ে যায় । শিশুটির রক্ত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুছতে মুছতে
বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের এবং তাদের মাঝে তুমিই ইনসাফ কর। ওরা আমাদের এজন্য ডেকেছে যে, তারা আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু ওরা এখন আমাদের হত্যা করছে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

হযরত হুসাইন (রাঃ) এর এ দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ওরা শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না। গায়ের কাপড় খুলে বেইজ্জত করতে চাইবে। তাই তিনি তাঁবুতে ফিরে গেলেন। বললেন, আমাকে এমন একটা কাপড় দাও, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পছন্দ করবে না। যাতে করে কাপড় খুলে নিলেও কম দামী উক্ত চাদরটি যেন শরীরে রেখে যায়। একদম উলঙ্গ করে না ফেলে। তারপর তিনি একটি পুরাতন চাদর জামার নিচে পরিধান করলেন। তারপর তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯

হুসাইন (রাঃ) বীরের মত লড়তে লড়তে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

নিকৃষ্ট খুনীরা হযরতের শরীর থেকে সকল কাপড় খুলে নেয় পুরাতন চাদরটি ছাড়া। শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেলে। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

শিমার হযরত আলী আসগর তথা যাইনুল আবেদীন (রা:) কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন হুমায়দ বিন মুসলিম তাকে তা থেকে নিবৃত করে। কারণ, তখন তিনি অসুস্থ্য ছিলেন।
এরপর সেনাপতি উমর বিন সা'দ এসে বলল, সবাই শুনে রাখ! কেউ যেন এ মেয়েদের তাঁবুতে প্রবেশ না করে এবং এই বালককে হত্যা না করে। আর যে তাঁদের কোন সামানপত্র নিয়েছে, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩৫২]

টিকা: আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস ইসলামের ইতিহাস পর্ব ১৪"

৩২/কারবালা পান্তরে নিহতের তালিকা।

কারবালা প্রান্তরে হযরত হুসাইন (রাঃ) এর সাথে আবু তালেবের পরিবারের ১৮ জন ব্যক্তি শহীদ হন।

১: ৬ জন হুসাইন (রাঃ) এর ভাই। যথা- ১) আব্বাস। ২) জা'ফর। ৩) উবায়দুল্লাহ। ৪) উসমান। ৫) মুহাম্মদ। ৬) আবু বকর।

২: জন হুসাইন (রাঃ)এর ছেলে। যথা ১) আব্দুল্লাহ। ২) আলী আকবর।

৩: জন হাসান (রাঃ) এর এর ছেলে। যথা- ১) কাসেম। ২) আবু বকর। ৩) আব্দুল্লাহ।

৪: ৩ জন আকীল বিন আবী তালেব রাঃ এর ছেলে (মুসলিম বিন আকীল রাঃ এর ভাই)। যথা- ১) জা'ফর। ২) আব্দুর রহমান। ৩) আব্দুল্লাহ।

৫: ২ জন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবী তালেব রাঃ এর ছেলে। যথা- ১) আউন। ২) মুহাম্মদ।

৬: ২ জন আকীল রাঃ এর নাতি। যথা- ১) আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম। ২) মুহাম্মদ বিন আবী সাঈদ বিন আকীল।
উমর বিন সাঈদের সৈন্যদের ৮৮ জন নিহত হয়। [তারীখে খলীফা ইবনে খাইয়্যাত-২৩৪-২৩৫, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-১১/৫৫১-৫৫২]

হুসাইন রাঃ এর ছেলে আলী বিন হুসাইন তথা যাইনুল আবেদীন অসুস্থ্য ছিলেন। উমর বিন সা'দ সৈন্যদের বলল, তাকে যেন কিছু না করা হয়। [তারীখুল কাবীর লিইবনে আবী খায়ছামা-২/৯১৪]

টিকা: আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস। ইসলামের ইতিহাস পর্ব ১৪।